

সভাপতির বক্তব্য



ক-রী হাফিজ মুহাম্মাদ মাজিদুল ইসলাম

সভাপতি

বিশুদ্ধ বিজ্ঞান পদ্ধতিতে কুরআন তা'লীম ফাউন্ডেশন



বিসমিল্লা-হির রহমানির রহিম

মহান রব্বুল আলামীন এই সুন্দর পৃথিবী সৃষ্টি করে তাকে সুশোভিত করেছেন সৃষ্টি করেছেন অরণ্য, গাছপালা-তরুলতা, সাগর-নদী, আকাশ-বাতাস, চন্দ্র-সূর্য ও বিভিন্ন প্রকার প্রাণীকুল। আর এই সৃষ্টি জগতে মানুষকে পাঠিয়েছেন আশরাফুল মাখলুকাত রূপে। স্রষ্টার এই সুন্দর সৃষ্টি পরিচালিত হচ্ছে সুশৃংখল নিয়ম নীতি মেনেই। এই মহাবিশ্বের প্রক্রিয়মান সকল সৃষ্টির আবর্তনের প্রক্রিয়ায় যেন কোন ছন্দহীনতা নেই। প্রক্রিয়মান এই পরিচালন পদ্ধতি যেন এক সুশৃংখল বৈজ্ঞানিক আবর্তে বিবর্তিত হচ্ছে। এ যেন এক মহান প্রজ্ঞাময় ও বিজ্ঞানময় স্রষ্টার সুনিপুণ সৃষ্টিশৈলীর বৈজ্ঞানিক মেলা, যার মধ্যে চিন্তাশীল ব্যক্তিদের জন্য রয়েছে নিদর্শন।

দীর্ঘ ২৫ বছর কুরআন শিক্ষায় খেদমত করার পর যেসকল বিষয় জীবনের সৌভাগ্য লাভের জন্য অনুসরণ করা খুবই প্রয়োজনীয় তা পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা হলোঃ

শুধু পরিশ্রমই জীবনের সৌভাগ্য লাভের চাবিকাঠি নয়। আমরা প্রায়ই একটা কথা শুনতে পাই 'পরিশ্রম সৌভাগ্যের চাবিকাঠি'। তবে দিন বদলের সাথে সাথে এই ধারণা পাল্টেছে। পশুশ্রম বলেও একটি কথা চালু হয়েছে। জোয়ারের বিপরীতে বালির বাঁধ কিংবা ডালে বসে সেই ডাল কাটা শুধু পশুশ্রমই নয় আত্মঘাতীও হতে পারে। মনে রাখতে হবে, কোনো কাজে একবার ব্যর্থ হলে ভেঙে পড়লে চলবে না, পুনরায় চেষ্টা করতে হবে। সবসময় সততা, দক্ষতা, আমানতদারিতা ও আল্লাহ রসূলের প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস, ইতিবাচক মানসিকতার অনুশীলন করতে হবে। সময়ের কাজ সময়ে শেষ করতে হবে। অধ্যবসায়, বিজ্ঞ মন্ত্রণাদাতা, আত্মবিশ্বাস এরূপ অন্তত দশটি বিষয়ে নিজের দৃঢ়তাকে মজবুত ও অনুসরণ করতে পারলে সাফল্য নিশ্চিত। এই কৌশলগুলো নিচে দেয়া হলোঃ

১। স্বপ্ন দেখুনঃ বিজ্ঞানী আইনস্টাইন বলেছেন, 'জ্ঞানের চেয়ে কল্পনার জোর অনেক বেশি।' তাই আপনার লক্ষ্যকে স্বপ্নে পরিণত করুন। দিনে-রাতে যখনই সময় পাবেন, তখনই আপনার স্বপ্নের কথা ভাবুন। যাতে স্বপ্নের পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে আপনি বাস্তবেও নিজেকে সার্থক হিসেবে দেখতে পান।

২। সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যঃ আমরা বেশিরভাগ মানুষই জানি না যে, আসলে আমরা কী চাই। কোনো কাজের লক্ষ্য হতে হবে আপনার একান্ত কাম্য বা গভীর আগ্রহের বস্তু। আপনার লক্ষ্যকে মনের মাঝে প্রতিষ্ঠিত করুন।

৩। মেধা যাচাইঃ ধরুন, আপনি লক্ষ্য পৌঁছে গেছেন। ধরেই নিন আপনি সফল। এরপর কী করা উচিত? আপনি কি বসে থাকবেন? তাহলে ভুল করবেন। কারণ, সাফল্যের শেষ নেই। সাফল্যের একটা সিঁড়ি অতিক্রম করার পর আপনি আরেকটা সিঁড়িতে পা দেবেন। লক্ষ্য অর্জনে মানুষের ক্ষমতার কোনো শেষ নেই। তাই নিজের মেধা যাচাই করুন।

৪। সৎ সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনাঃ সাফল্য অর্জনের জন্য চাই সৎ সুচিন্তিত ও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা। অন্য কথায় নকশা বলতে পারি। এটি ছাড়া আপনি সফল হতে পারবেন না। আপনার বর্তমান অবস্থান ও কাক্ষিত গোলার অবস্থানের দূরত্বটা মাথায় রাখুন। এর মাঝে কিছু বাধা আসতে পারে। বাধাগুলোকে চিহ্নিত করুন। বাধাগুলো দূর করার উপায় বের করুন।

৫। আত্মবিশ্বাসঃ সাফল্যের যদি কোনো অন্তরায় থাকে, তা হচ্ছে আত্মবিশ্বাসের অভাব। কেউ যদি ভাবে, 'আমি পারবো না' ব্যস! নিশ্চিতভাবে সে ব্যর্থ। বিশ্বাসের মাত্রা হতে হয় খুব দৃঢ়। যদি মনে বিশ্বাস থাকে অটুট, লক্ষ্য যতোই কঠিন হোক বিজয় নিশ্চিত। কখনোই বিশ্বাস হারাবেন না। কাজেই, বিশ্বাস ধরে রাখুন। 'আমি পারবোই' এ ধারণা রাখুন।

৬। ইতিবাচক মনোভাবঃ আপনার লক্ষ্যের প্রতি থাকতে হবে ইতিবাচক মনোভাব। এই মনোভাব আপনাকে সাফল্যের দিকে টানবে। ইতিবাচক মনোভাব হচ্ছে আশা, সৃষ্টিশীলতা আর প্রাপ্তির সীমাহীন সম্ভাবনা। কোনো কাজকে পজেটিভ ভাবুন। একান্ত নিজের করে নিন, যদি দ্রুত পজেটিভ না হতে পারেন, তবে আস্তে আস্তে ইতিবাচক মনোভাব অর্জন করুন।

৭। সক্রিয় কর্মতৎপরতাঃ দক্ষতা বর্তমান কালে সাফল্যের অন্যতম নিয়ামক। দক্ষতা ও কর্মতৎপরতার মাঝে সামান্য পার্থক্য আছে। কর্মতৎপরতা হচ্ছে কাজটি সঠিকভাবে করে ফেলা, আর দক্ষতা হলো নিপুণভাবে কাজ করা। মোট কথা, সফল হতে চাইলে দুটোরই প্রয়োজন আছে। অর্থাৎ সফল হতে আপনাকে পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজে তৎপর হতে হবে।

৮। সময়ের সঠিক ব্যবহারঃ অনেক ক্ষেত্রে আমরা আজকের কাজ কালকের জন্য ফেলে রাখি। কিন্তু সময় তো আর বসে থাকে না। আমাদের খেয়াল রাখতে হবে সময়ের অবমূল্যায়নের ফলে জীবনে নেমে আসে হতাশা আর জীবন সম্পর্কে অনীহা। সাফল্যের জন্য সময়ের সঠিক ব্যবহার করা প্রয়োজন। কারণ, সাফল্যের জন্য আপনাকে শিখতে হবে অনেক কিছু। সব কাজ সঠিকভাবে করতে হলে সময়কে ভাগ করে নিন।

৯। মানুষের সাথে যোগাযোগঃ বর্তমান সময়ে যোগাযোগের গুরুত্ব অনেক। আর বিজ্ঞানের কল্যাণে যোগাযোগে খুব একটা ঝামেলা পোহাতে হয় না। মানুষের বেঁচে থাকা, মানুষের চলাফেরা, কর্ম, সাফল্য-সব ক্ষেত্রেই কোনো মানুষ কিছুটা হলেও প্রভাবিত করছে। তাই প্রয়োজন অন্যের সাথে ইতিবাচক বা হ্যাঁ-বোধক আলোচনা, কথাবার্তায় সহজ-সরল ভাষা ব্যবহার, অন্যের ভালো কাজের স্বীকৃতি বা প্রশংসা, কথায় ও কাজে মিল রাখা, মানুষের সাথে মেশা এবং তাদের জানা, মানুষের সঠিক মূল্যায়ন ইত্যাদি বিষয় চর্চার মাধ্যমে যোগাযোগ দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে।

১০। ধৈর্য ও মানসিক প্রশান্তিঃ সফল হতে হলে অবশ্যই ধৈর্যশীল হতে হবে এবং কাজে মানসিক প্রশান্তি বজায় রাখতে হবে। ধৈর্যশীলতা নতুন কাজের আগ্রহ জন্ম দেবে এবং প্রশান্তি বজায় থাকলে কাজটিকে একঘেঁয়ে মনে হবে না। অনেক ক্ষেত্রে ব্যর্থতা আসতেই পারে, হাল ছাড়বেন না। ধৈর্য নিয়ে চেষ্টা করে যান। নিউটনের কথাই ধরুন, যার গবেষণার সব কাগজ পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল। নিউটন হাল ছাড়েননি। এডিসন অসংখ্যবার চেষ্টার পর ইলেকট্রিক বাল্ব আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন। ধৈর্য ধরার ফলেই তা সম্ভব হয়েছে।

উপসংহারে বলা যায়, সৎ সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যকে, স্বপ্নকে আত্মবিশ্বাসের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা, কর্মতৎপরতা ও দক্ষতা রেখে সময়ের সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে নিজের মেধাকে মূল্যায়ন করে একজন সফল ও সার্থক মানুষ হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলুন।